"শেখ হাসিনার বারতা
নারী-পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পলিসি লিডারশীপ এন্ড এডভোকেসি ইউনিট (প্লাউ)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mowca.gov.bd

বিষয়: ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষযক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিষয়ক উপকমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল
সভার তারিখ ও সময়	:	০৭-০৭-২০২২, সকাল ১০.৩০ টা
সভার স্থান	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিতি: **পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য**

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি যুগ্মসচিব (প্লাউ) কে ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক উপকমিটি এবং এর কার্যপরিধি সম্পর্কে সভার সকল সদস্যদের ধারনা প্রদানের অনুরোধ জানান। যুগ্মসচিব (প্লাউ) ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক এগারো সদস্য বিশিষ্ট উপকমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের নামের তালিকা পাঠ করেন এবং এই উপকমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন। এরপর সভাপতি ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক মহাপরিকল্পনার পটভূমি ও এ সম্পর্কিত বিস্তারিত ধারণা প্রদানের জন্য এ টু আই প্রোগ্রামের স্পেশাল টীমকে অনুরোধ জানান।

০২। এ টু আই এর প্রোগ্রাম কনসালটেন্ট হাবিবুর রহমান জানান, ব্লেন্ডেড শিক্ষার দক্ষতার বিষয়ে আজকের সভায় আলোচনা হবে। কারন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি মেন্ডেট হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান। তাই দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্লেন্ডেড মহাপরিকল্পনা এখন যুগোপযোগী পদক্ষেপ। তিনি বলেন ব্লেন্ডেড শিক্ষা কার্যক্রম বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায়ও চলমান আছে। উন্নত দেশগুলোতে আরো এক যুগ আগে থেকে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রক্রিয়া চলে আসছে। তবে কোভিড আসার পর থেকে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সারা পৃথিবীতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তিত অবস্থায় আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। ডিজিটাল এবং ফিজিক্যাল উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রনে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ শিক্ষণ সম্ভব। শিক্ষণের কোন অংশটুকু আমরা ডিজিটাল মাধ্যমে এবং কোন অংশটুকু আমরা সশরীরে অংশগ্রহনের মাধ্যমে করতে পারি তা চিহ্নিত করে যথাসম্ভব ডিজিটাল করতে পারলে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার বাঁধাগুলো অতিক্রম করা সহজ হবে। যেমন কোভিড মহামারীতেও সারা বিশ্বে শিক্ষা ও দক্ষতা কার্যক্রম চলমান ছিল। তবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষার চাইতে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটু কঠিন।

০৩। দক্ষতা উন্নয়নে শতভাগ ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব না, দক্ষতা উন্নয়নে সাধারণত শতকরা ২০-২৫ ভাগ তাত্ত্বিক বিষয় ডিজিটাল পদ্ধতিতে এবং ৭০-৭৫ ভাগ ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। দক্ষতা উন্নয়নে ডিজিটাল এবং ফিজিক্যাল পদ্ধতির ব্যবহার বাড়িয়ে ৫০-৫০ করা যায় কি-না সে বিষয়গুলো নিয়েই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যে পেশাগুলোর বর্তমান চাহিদা বেশি সে পেশাগুলোকে চিহ্নিত করে পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বিষয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ডিমান্ড এনালাইসিস করে ৫৩টি দেশকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: ১। ইমার্জিং মার্কেট ২। এক্সিসটিং মার্কেট ৩। পটেনশিয়াল মার্কেট। ইমার্জিং মার্কেটে আলজেরিয়া, USA অস্ট্রেলিয়া; এক্সিসটিং মার্কেটে মিডেলইস্ট (যেমন কাতার, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত ইত্যাদি) রাষ্ট্রে অনেক লোক পাঠানোর সুযোগ রয়েছে। পটেনশিয়াল মার্কেটে আলবেনিয়া, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রিয়া ইত্যাদি মার্কেটেও আমাদের দক্ষ জনবল পাঠানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য ৩টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে আমাদের দেশে জনশক্তি তৈরীতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

০৪। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ডিমান্ড এ্যানালাইসিসে প্রায় ১০০-র বেশি পেশা চিহ্নিত হয়েছে এবং এর মধ্যে সিভিল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সুপারভাইজার, ম্যানেজার ইত্যাদি পেশাগুলোর আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা রয়েছে। আমরা দক্ষতা উন্নয়নে যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবো সেখানে উল্লিখিত পেশাগুলো থাকলে ভালো হয়। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপরও একটি মার্কেট ডিমান্ড এ্যানালাইসিস হয়েছিল। এক্ষেত্রে যেসব নতুন নতুন পেশার আবির্ভাব হবে এবং যেসব পেশা বিলুপ্ত হবে সেই বিষয়গুলো সামনে রেখে

আমাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ মহাপরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে ২০৪১ সাল নাগাদ সারা বিশ্বে ৫.৫ মিলিয়ন পেশাজীবী চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে থাকবে। পাশাপাশি ইমার্জিং কিছু পেশার আবির্ভাব হবে। এই ইমার্জিং পেশার জন্য যদি আমরা দক্ষ জনবল তৈরি করতে পারি তাহলে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জটা সুযোগে পরিণত হবে।

০৫। অতপর এ টু আই এর প্রোগ্রাম এসিস্টেন্ট ফারিহা জাবীন বলেন, ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা যখন শুধু লার্নিং প্রসেস ছিল তখন এর ৫টি কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেগুলো হলো (ক) শিখন-শেখানো কার্যক্রম (খ) কনটেন্ট ও অন্যান্য শিখন সামগ্রী এন্ড রিসোর্সেস (গ) মূল্যায়ন (ঘ) সক্ষমতা উন্নয়ন এবং (ঙ) অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো। পরবর্তীতে ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনায় যখন দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট ৫টি মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করা হয় তখন এমপ্লয়মেন্ট কম্পোনেন্টটি এর সাথে যোগ হয়। এই কম্পোনেন্টে দেখানো যেতে পারে যে কিভাবে মার্কেটের সাথে লিংকেজ করে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামগুলো চলছে এবং ডিমান্ড ও সাপ্লাই এর মধ্যে কি সম্পর্ক ও সমন্বয় রয়েছে।

০৬। তিনি আরো জানান, ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের অধীনে ১২টি উপকমিটি রয়েছে। এর মধ্যে ১২ নং উপকমিটি হলো "নারীর দক্ষতা উন্নয়ন" উপকমিটি। এই নামটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পুনর্নির্ধারণ করবে। এই ১২টি উপকমিটির মধ্যে ৮ থেকে ১২ নং উপকমিটি দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় প্রত্যেকটি উপকমিটি ৬টি ওয়ার্কিং গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কাজ করবে। যেমন, টিচিং লার্নিং প্র্যাকটিস ওয়ার্কিং গ্রুপ, প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ ইত্যাদি। প্রতিটি ওয়ার্কিং গ্রুপে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ দলসহ ৫-৬ জন অন্তর্ভুক্ত হবেন। ২০৩১ সালের মধ্যে এই মহাপরিকল্পনার শতভাগ বাস্তবায়নের টার্গেট রাখা হয়েছে।

০৭। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বলেন, ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক ধারণাটি সম্পূর্ণ নতুন। এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে তিনি সার্বিক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নে হাউস কিপিং, কেয়ার গিভার, নার্সিং ইত্যাদি পেশা অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন।

০৮। নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা দক্ষতা উন্নয়নে ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

০৯। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/মন্ত্রণালয়
৯.১	ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইতোমধ্যে গঠিত উপকমিটিতে প্লাউ শাখার উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব অন্তর্ভূক্ত হবে।	প্লাউ ইউনিট, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৯.২	ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপকমিটির নাম "নারী দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক উপকমিটি" হবে।	প্লাউ ইউনিট, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৯.৩	উপকমিটির দ্বিতীয় সভায় ৬টি কম্পোনেন্ট এর ৬টি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হবে।	প্লাউ ইউনিট, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৯.৪	একটি কর্মশালার আয়োজনের মাধ্যমে ছক ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে জাতীয় টাস্কফোর্সে পেশ করা হবে।	প্লাউ ইউনিট, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৯.৫	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে জাতীয় টাস্কফোর্স এবং গবেষণা ও উন্নয়ন উপকমিটি কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।	জাতীয় টাস্কফোর্স এবং গবেষেণা ও উন্নয়ন উপকমিটি।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা:
০১/০৮/২০২২
মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল
সচিব
ও
আহবায়ক
ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষযক মহাপরিকল্পনা
প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিষয়ক উপকমিটি।